87

ভোরের কাগজ

তারিখ ...26 JUL 1998......

পৃষ্ঠা 7 কলাম ......

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ ও কাল আবার ধর্মঘট

বেতন-ফি কমানোর প্রস্তাব সত্ত্বেও পরিবেশ পরিষদের সভা ব্যর্থ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন-ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্রদের আন্দোলনের কারণে সৃষ্ট সংকট নিরসনের জন্য ডাকা পরিবেশ পরিষদের সভা কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া গতকাল শেষ হয়েছে।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্ধিত ফি ও বেতনের শতকরা ষাট ভাগ কমানোর প্রস্তাব দিলে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য তা মানতে অস্বীকার করে। এদিকে গতকাল ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্ররা ও ছাত্র সংগঠনগুলো বর্ধিত বেতন-ফি প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল সমাবেশ করেছে। আজ থেকে ছাত্রঐক্য ও সাধারণ ছাত্রদের ডাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুদিনব্যাপী ধর্মঘট শুরু হচ্ছে।

বেতন ও ফি বাড়ানোর কারণে সৃষ্ট সংকট নিরসনে আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদের গতকালের সভায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (চু-ক) ছাত্র ফেডারেশন, জাতীয় ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপউপাচার্য, প্রোক্টর, সকল অনুষদের ডীন ও হলসমূহের প্রাধ্যক্ষরাও উপস্থিত ছিলেন। বর্ধিত বেতন-ফি প্রতিরোধ ছাত্র পরিষদের নামে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্রদের কাউকে সভায় ডাকা হয়নি। সভায় উপাচার্য ও উপস্থিত শিক্ষকরা বেতন-ফি কমিয়ে ২ হাজার ৭৩০ টাকা থেকে ২ হাজার ৪৯০ টাকা করার প্রস্তাব দেন। উল্লেখ্য, বেতন-ফি ২ হাজার ২০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার ৭৩০ টাকা করা হয়েছিল। উপাচার্যের দেওয়া প্রস্তাব ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ মেনে নিলেও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, ছাত্র ফেডারেশন ছাত্রলীগ (চু-ক) বেতন-ফি কমিয়ে পূর্বের অবস্থায় আনার প্রস্তাব দেন ও ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন। ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেওয়া প্রস্তাব মেনে নিলেও তাদের ডাকা দুদিনের ধর্মঘট প্রত্যাহারের কোনো সুনির্দিষ্ট ঘোষণা দেয়নি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পরিবেশ পরিষদের সভায় আসতে চাইলে ছাত্রনেতাদের বাধার কারণে সভায় উপস্থিত হতে পারেননি।

সভা শেষে উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, বর্ধিত বেতন আমার নিজের জন্য নয়। গরিব ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার জন্য এবং ছাত্রদের সুবিধার জন্য এ টাকা খরচ করার কথা।

সকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ উপাচার্যের কাছে বর্ধিত বেতন-ফি প্রত্যাহারের দাবিসহ ১৭ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করে। এর আগে তারা ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করে। এছাড়া গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য কলা ভবনের সামনে ছাত্র ফেডারেশন মধুর কেন্টিন চত্বরে মিছিল সমাবেশ করে। ছাত্রদল আজ থেকে ক্যাম্পাসে ধর্মঘটের ডাক দিলেও ধর্মঘটের সমর্থনে কোনো মিছিল সমাবেশ করেনি। সাধারণ ছাত্ররা বর্ধিত বেতন-ফি প্রতিরোধ ছাত্র পরিষদ নামে সংগঠিত হয়ে অপরাজেয় বাংলায় সমাবেশ করে। আজ ও আগামীকাল ছাত্রঐক্য ও সাধারণ ছাত্রদের ডাকে ধর্মঘট চলাকালে কোনো ক্লাস বা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।